

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ  গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, এপ্রিল ১৩, ২০০৮

[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাউক ভবন
বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা
রাজশাহী

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ এপ্রিল ২০০৮

নং রাউক/১৪৮৮/বৈষ/৩০৩।—Rajshahi Town Development Authority Ordinance, 1976 section 22 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Rajshahi Development Authority সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই প্রবিধানমালা রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আবাসিক/বাণিজ্যিক পুট বরাদ্দ প্রবিধানমালা ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এ প্রবিধানমালায়—

(ক) “অধ্যাদেশ” অর্থ Rajshahi Town Development Authority Ordinance, 1976;

(খ) “আবেদনপত্র” অর্থ প্রবিধান ৬(১) মোতাবেক নির্ধারিত আবেদনপত্রঃ;

(গ) “কমিটি” অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীনে গঠিত রাউক পুট বরাদ্দ কমিটি;

(২১১৯)

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

- (ঘ) “রাউক” অর্থ অধ্যাদেশের ৩(১) ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত Rajshahi Town Development Authority,
- (ঙ) “নীতিমালা” অর্থ এ প্রবিধান ৩(১) এ উল্লিখিত নীতিমালা
- (চ) “পরিবার” অর্থ আবেদনকারীর স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং ভরণ-পোষণের জন্য আবেদনকারীর উপর নির্ভরশীল অন্য কোন ব্যক্তি।

৩। পুট বরাদ্দকরণের নীতিমালা।—(১) রাজশাহী সিটি এবং তৎসংলগ্ন এলাকার জন্য প্রণীত মাস্টার প্ল্যানভুক্ত কোন নির্দিষ্ট এলাকায় পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে অধ্যাদেশের ১৩ ধারার অধীনে অনুমোদিত আবাসিক প্রকল্প এলাকায় পুট বরাদ্দ করার জন্য রাউক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, একটি নীতিমালা প্রণয়ন করিবে অথবা এইরূপ নীতিমালার অনুপস্থিতিতে আবাসিক পুট বরাদ্দ বিষয়ে সরকারের কোন সাধারণ নীতিমালা থাকিলে উহা অনুসরণ করিবে।

(২) অনূন, আঠার বৎসর বয়স্ক বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক পুটের বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে, সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং রাউক-এর কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এমন ব্যক্তিগণ যাহাতে যথাযথ অনুপাতে পুটের বরাদ্দ পাইতে পারেন উহা যথাসম্ভব বিবেচনা করিতে হইবে।

(৪) পুট বরাদ্দকরণের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স, পেশা, আয়, প্রার্থী সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইলে সংশ্লিষ্ট পদ ও বেতন স্কেল, সামাজিক মর্যাদা, মুক্তিযোদ্ধা, জনসেবা, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় এবং জনগুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ আবেদনের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া উক্ত নীতিমালায় সম্ভাব্য বরাদ্দ প্রাপকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন বা কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইবে।

৪। কমিটি।—(১) পুট বরাদ্দ তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে রাউক সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিবে, যাহা রাউক পুট বরাদ্দ কমিটি নামে অভিহিত হইবে।

(২) কমিটির সদস্যগণের—

- (ক) চারজন হইবেন, চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান হিসাব অফিসার, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং এস্টেট অফিসার, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- (খ) বাকী তিনজন হইবেন আরটিডিএ অধ্যাদেশের ধারা ৪(১) এর দফা (আই)-তে উল্লিখিত এমন সদস্য যাহারা সরকারী বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকুরীতে নহেন।

(৩) রাউক উপ-প্রবিধান (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত সদস্যদ্বয়ের মধ্য হতে এস্টেট অফিসার কমিটির সদস্য-সচিব এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহবায়ক।

(৪) আহ্বায়কের সম্মতি নিয়া সদস্য-সচিব বিভিন্ন সময় কমিটির সভা আহ্বান করিবেন।

(৫) নীতিমালা এবং এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে কমিটি পুট বরাদ্দ তালিকা প্রণয়ন এবং তদউদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাবল সম্পাদন করিবে।

(৬) কোন বিষয়ে নীতিমালার বা এই প্রবিধানমালার বিধান অপর্യാপ্ত মনে হইলে কমিটি বিষয়টি রাউকের নিকট উত্থাপন করিতে পারিবেন এবং রাউক উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারিবে বা প্রয়োজনবোধে সরকারের সিদ্ধান্ত কামনা করিতে পারিবে।

(৭) এই প্রবিধানমালার অধীন কমিটির দায়িত্ব পালনের কমিটিকে রাউক প্রয়োজনীয় লোকবলসহ সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৮) প্রবিধান ৪(৬) অনুসারে বরাদ্দ তালিকা চূড়ান্ত হইলে কমিটি আর বহাল থাকিবে না, এবং এই প্রবিধানমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম রাউক কর্তৃক গৃহীত হইবে।

৫। পুট বরাদ্দকরণের বিজ্ঞপ্তি।—(১) আবাসিক/বাণিজ্যিক পুট বরাদ্দকরণের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র আহ্বান করিয়া রাউক চারটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে; এই পত্রিকাগুলি হইবে রাজশাহী হইতে প্রকাশিত দুইটি বাংলা পত্রিকা এবং অপর দুইটি হইবে ঢাকা হইতে প্রকাশিত একটি ইংরেজী ও একটি বাংলা পত্রিকা।

(২) এই প্রবিধানের অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে :

- (ক) আবাসিক প্রকল্পের নাম ও অবস্থান;
- (খ) বরাদ্দযোগ্য পুটসমূহের সংখ্যা ও আয়তন;
- (গ) আয়তনসহ প্রতিটি পুটের মূল্য, কিস্তির পরিমাণ এবং মূল্য পরিশোধের সময়সীমা;
- (ঘ) আবেদনপত্র প্রাপ্তির স্থান ও আবেদনপত্রের মূল্য;
- (ঙ) আবেদনপত্রের সহিত প্রদেয় জামানতের পরিমাণ এবং জামানত পরিশোধের পদ্ধতি (পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি);
- (চ) আবেদনপত্রের সহিত দাখিলযোগ্য কাগজপত্র;
- (ছ) আবেদনপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা।
- (জ) অগ্রাধিকার তালিকা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত কোটা যদি থাকে।

(৩) বাণিজ্যিক পুট বরাদ্দের ক্ষেত্রে খোলা টেন্ডারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে পুট বরাদ্দ দেয়া হবে।

(৪) প্রয়োজনবোধে রাউক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদনপত্র জমাদানের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং যে সকল বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে সেই সকল পত্রিকাতেই সময়সীমা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে।

৬। আবেদনপত্র ইত্যদি।—(১) রাউকের নির্ধারিত ফরমে পুটের জন্য আবেদন করিতে হইবে; আবেদনপত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাউক নীতিমালা ও এই প্রবিধানমালার বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং আবেদনকারীগণ যাহাতে পুট বরাদ্দ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদি ও শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন তদউদ্দেশ্যে উক্ত ফরমের একটি অংশে এইসব তথ্য ও শর্ত লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) রাউক কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে এবং তদকর্তৃক নির্ধারিত স্থান হইতে আবেদনপত্রের ফরম সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে, রাউক বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকগণকে আবেদনপত্রের ফরম সরবরাহের উদ্দেশ্যে, রাউক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সংগে সংগে, যে সকল দেশে বাংলাদেশী নাগরিকগণ উল্লখযোগ্য সংখ্যায় অবস্থান করেন সে সকল দেশে বা পার্শ্ববর্তী কোন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফরম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা ঃ—

- (ক) আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি সত্যায়িত ছবি;
- (খ) আবেদনপত্র ক্রয়ের মূল রশিদ বা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ সম্বলিত দলিল;
- (গ) আবেদন তারিখের পূর্ববর্তী এক বৎসরের ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত এবং সম্পদ বিবরণীর প্রত্যয়নপত্র, যাহা সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হইতে হইবে;
- (ঘ) রাউক কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের জামানত যাহা চেয়ারম্যান, রাউক বরাবরে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আকারে প্রদত্ত হইবে;
- (ঙ) রাউকের নির্ধারিত ফরমে, ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে একটি এভিডেন্সিট, যাহা বাংলাদেশের কোন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা বিদেশে অবস্থানরত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে উক্ত দেশের কোন নোটারী পাবলিক বা বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সম্মুখে সম্পাদিত হইবে।

(৫) উপ-বিধান (৪) (ঙ) তে উল্লিখিত এফিডেন্সিটে এই মর্মে ঘোষণা থাকিতে হইবে যে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় বা রাউকের কোন আবাসিক প্রকল্পে আবেদনকারীর বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের কোন আবাসিক পুট নাই, এবং তিনি বা উক্ত সদস্য অতীতে রাউক হইতে উক্তরূপ পুটের ইজারা প্রাপ্ত হন নাই।

(৬) রাউক উক্ত এফিডেন্সিটের নমুনা ফরম আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিবে এবং বিদেশে অবস্থানরত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে উক্ত নমুনার এফিডেন্সিট ইংরেজী অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৭) রাউক কর্তৃক নির্ধারিত (ব্যাংকের শাখায়) স্থানে আবেদনপত্র জমা দিতে হইবে, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ রাউক কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশ দূতাবাসে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন এবং উক্ত ব্যাংক বা দূতাবাস আবেদনপত্র গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে আবেদনপত্র দাখিলকারীকে রাউক নির্ধারিত ফরমে একটি রশিদ প্রদান করিবে।

৭। আবেদনপত্র বাছাই, বাতিলকরণ তালিকা ইত্যাদি।—(১) রাউক এক বা একাধিক রেজিস্ট্রিতে সকল আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, আবেদনকৃত প্লটের পরিমাণ জামানতের টাকা এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য মৌলিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি রেজিস্ট্রিতে লিপিবদ্ধ করার পর রাউক আবেদনপত্র বাছাই এর কাজ, আবেদনপত্র জমাকরণের সর্বশেষ তারিখের অনধিক এক বৎসর বা রাউক কর্তৃক নির্ধারিত তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিবে; এবং ভুল অসম্পূর্ণ বা অসত্য তথ্য সম্মিলিত বা এই প্রবিধানমালা অনুসারে দাখিলকৃত হয় নাই এইরূপ সকল আবেদনপত্র রাউক বাতিল করিবে এবং বাতিলকরণের বিষয়টি মূল রেজিস্ট্রিতে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) কোন আবেদনকারী প্লটের বরাদ্দ গ্রহণের অনচ্ছুক হইলে বা যাহার আবেদন বাতিল হইয়াছে বা এ প্রবিধানমালা অনুসারে যিনি প্লটের বরাদ্দপ্রাপ্ত হন নাই তিনি স্বয়ং বা তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি জামানতের টাকা রাউক এর নিকট হইতে বিনা সুদে ফেরত লইতে পারিবেন।

৮। প্লট বরাদ্দকরণ ইত্যাদি।—(১) নীতিমালা ও এই প্রবিধানমালা অনুসারে কমিটি বরাদ্দ প্রাপকগণের নামের তালিকা এবং একটি অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়নক্রমে উহাদিগকে যথাশীঘ্র রাউক এর সভায় উপস্থাপন করিবে; অপেক্ষমান বরাদ্দ তালিকা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং যথাসম্ভব বিভিন্ন শ্রেণীর আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে উপস্থাপিত বরাদ্দ তালিকাগুলি বিবেচনাক্রমে, রাউক সংশ্লিষ্ট কারণ লিখিতভাবে উল্লেখপূর্বক উক্ত তালিকা সংশোধন করিতে পারিবে, অন্যথায় তালিকাগুলি প্রাথমিকভাবে অনুমোদন প্রকাশ করিবে।

(৩) রাউক যথাশীঘ্র অনুমোদিত প্রাথমিক বরাদ্দ তালিকাগুলি বহুল প্রচারিত চারটি দৈনিক পত্রিকা, যথাঃ—ঢাকা হইতে প্রকাশিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী এবং রাজশাহী হইতে প্রকাশিত দুইটি বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) অনুসারে প্রকাশিত প্রাথমিক বরাদ্দ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে কোন ব্যক্তির নাম ঠিকানার সঠিকতাসহ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকা বা রাউকের কোন আবাসিক প্রকল্পে তাহার বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের নামে আবাসিক জমি থাকার বা অতীতে রাউক হইতে আবেদনকারী বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য কর্তৃক কোন আবাসিক প্লটের ইজারা প্রাপ্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ যে কোন ব্যক্তি, তালিকা প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে কমিটির নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপ আপত্তি দাখিলের অধিকারের বিষয়টি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীনে কোন আপত্তি পাওয়া গেলে তৎসম্পর্কে কমিটি অনুসন্ধান বা উহার বিবেচনায় যথাযথ উপায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া আপত্তির বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় সংশ্লিষ্ট নথিতে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের পর যদি দেখা যায় যে, প্রাথমিক বরাদ্দ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তির নাম বর্জন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার স্থলে অপেক্ষমান তালিকা হইতে যথাসম্ভব একই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে তালিকাক্রম অনুসারে সংশ্লিষ্ট নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং তালিকাভুক্ত আবেদনকারীগণের অনুকূলে বরাদ্দযোগ্য প্লটের নাম্বার ও জমির পরিমাণ উল্লেখ করিয়া তালিকাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য রাউক এর নিকট পেশ করিতে হইবে; উক্তরূপ সংশোধন ও অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে রাউক তালিকাটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিবে।

(৭) উপ-প্রবিধান (৬) বা ১২(২) অনুসারে অপেক্ষমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি কোন প্লটের বরাদ্দ না পাইলে শুধুমাত্র উক্ত তালিকায় তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে তিনি প্লটের বরাদ্দ দাবী করিতে পারিবেন না।

৯। বরাদ্দপত্র —(১) প্রবিধান ৮(৬) এর অধীনে অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নামে রাউক একটি বরাদ্দপত্র প্রেরণ করিবে।

(২) বরাদ্দপত্রটি প্রাপ্তি রশিদসহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) বরাদ্দপত্রে বরাদ্দকৃত প্লটের লে-আউট, নং, আয়তন, প্লটের মূল্য, কিস্তির সংখ্যা, কিস্তি পরিশোধের সর্বশেষ সময়সীমা এবং প্রবিধানমালার আলোকে নির্ধারিত শর্তাবলী উল্লেখ করিতে হইবে; পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুসারে আবেদনপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলীর কোনটি বর্জন বা সংশোধন বা অতিরিক্ত শর্ত সংযোজন করা যাইবে।

১০। প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।—রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় বা রাউক এর কোন আবাসিক প্রকল্পে কোন আবেদনকারী বা তাহার পরিবারের সদস্যদের নামে আবাসিক প্লট থাকিলে বা অতীতে রাউক হইতে উক্তরূপ প্লটের কোন ইজারা প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহাকে প্লট বরাদ্দ করা হইবে না।

১১। কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ।—(১) প্লটের মূল্য বরাদ্দপত্র অনুসারে ৫টি বা রাউক কর্তৃক নির্ধারিত তদপেক্ষা কম বা বেশী সংখ্যক কিস্তিতে চেয়ারম্যান, রাউক বরাবরে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট-এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি কিস্তি সাধারণতঃ ১২ মাস বা রাউক কর্তৃক নির্ধারিত হইলে তদপেক্ষা কম বা বেশী সময় অন্তর পরিশোধযোগ্য হইবে এবং উপ-প্রবিধান (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট কিস্তির টাকা নির্ধারিত তারিখের পরে পরিশোধ করা যাইবে না।

(৩) প্রথম কিস্তি পরিশোধের তারিখ বা তৎপূর্বে কিস্তির টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন সুদ দিতে হইবে না; এবং উক্ত তারিখে যে কোন বরাদ্দ প্রাপক বিনা সুদে একাধিক বা সকল কিস্তির টাকা পরিশোধ করিতে পারিবেন।

(৪) বরাদ্দপত্র অনুসারে প্রথম কিস্তির পরবর্তী যে কোন কিস্তির জন্য নির্ধারিত তারিখে বা তৎপূর্বে সংশ্লিষ্ট কিস্তির টাকা ছাড়াও পরবর্তী এক বা একাধিক কিস্তির টাকা আগাম পরিশোধ করা যাইবে।

(৫) রাউক বরাদ্দ প্রাপকের আবেদনক্রমে সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা ৬ মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৬) বরাদ্দপত্র অনুসারে নির্ধারিত কোন কিস্তি বা ক্ষেত্রমত বর্ধিত টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে বরাদ্দপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং রাউক সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক বাতিলকরণের বিষয়টি বরাদ্দ প্রাপককে অবিলম্বে পত্র মারফত অবহিত করিবে; এইরূপ ক্ষেত্রে জামানতের টাকা রাউকের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে, তবে পরিশোধিত কিস্তির টাকা (জামানত বাদ দিয়া) সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপককে বা ক্ষেত্রমত তাহার ওয়ারিশগণকে ফেরত দিতে হইবে।

(৭) প্রথম কিস্তি পরিশোধ তারিখের পর কোন কিস্তির টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির টাকার পরিশোধের তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কিস্তি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৩% হারে সুদসহ পরিশোধ করিতে হইবে (কোন সুদের টাকা ফেরত দেয়া হবে না)।

(৮) সর্বশেষ কিস্তির সহিত জামানতের টাকা সমন্বয় করিতে হইবে।

১২। বরাদ্দ প্রত্যর্পণ।—(১) যে কোন বরাদ্দ প্রাপক বা ক্ষেত্রমত তাহার ওয়ারিশগণ প্রবিধান ১৪ এর অধীনে লীজ দলিল সম্পাদনের পূর্বে রাউকের নিকট যে কোন সময় লিখিতভাবে ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া পুন্টের বরাদ্দ প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কোন বরাদ্দ প্রত্যর্পণ করা হইলে রাউক উক্ত বরাদ্দ বাতিল করিবে এবং অপেক্ষমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যথাসম্ভব সম শ্রেণীভুক্ত কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট পুন্টটি বরাদ্দ করিতে পারিবে; এইরূপ বরাদ্দকরণের ক্ষেত্রেও প্রবিধান ৮, ৯, ১০ ও ১১ এর বিধানাবলী যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে বরাদ্দপত্র বাতিল হইলে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপকের জামানতের অর্থ রাউকের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে, তবে পরিশোধিত কিস্তি ও সুদের টাকা বরাদ্দ প্রাপককে বা ক্ষেত্রমত তাহার ওয়ারিশগণকে ফেরত দিতে হইবে।

১৩। বরাদ্দ প্রাপকের ওয়ারিশগণকে বরাদ্দ প্রদান।—(১) আবেদনপত্র দাখিলের পর এবং প্রবিধান ১৪ অনুসারে লীজ দলিল সম্পাদনের পূর্বে কোন বরাদ্দ প্রাপকের মৃত্যু হইলে তাহার ওয়ারিশগণের লিখিত আবেদনক্রমে তাহাদিগকে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট পুন্ট বরাদ্দ দেওয়া হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) উল্লিখিত আবেদনপত্রের সহিত আবেদনকারীগণ বরাদ্দ প্রাপকের মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপ যথাযথ আদালত প্রদত্ত উত্তরাধিকার সনদ বা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কমিশনারের ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন পত্রসহ প্রত্যেক ওয়ারিশ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে প্রবিধান ৬(৪) (ঙ)তে উল্লিখিত ফরমে একটি করিয়া এফিডেভিট দাখিল করিবেন; কোন ওয়ারিশ নাবালক হইলে তাহার পক্ষে তাহার বাস্তব অভিভাবক উক্ত এফিডেভিট সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ওয়ারিশ উপ-প্রবিধান (২) তে উল্লিখিত এফিডেভিট দাখিল না করিলে তাহার নামে বরাদ্দ দেওয়া যাইবে না।

১৪। লীজ দলিল ও দখল হস্তান্তর।—(১) প্রবিধান ১১ অনুসারে পুটের মূল্য বাবদ সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা হইলে অধ্যাদেশ এবং এই প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ এবং রাউক কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফরমে বরাদ্দ প্রাপকের বরাবরে রাউকের পক্ষে উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা একটি লীজ দলিল সম্পাদন করিয়া দিবেন এবং লীজ গ্রহীতাও উক্ত দলিলে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) লীজ দলিলের মেয়াদ হইবে ৯৯ (নিরানব্বই) বৎসর, তবে এই মেয়াদ শেষে উক্ত লীজ, রাউক বা উহার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠান যে রূপ শর্ত নির্ধারণ করে সেই শর্ত ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পূরণ সাপেক্ষে, নবায়ন করা হইবে; তবে নবায়নের জন্য কোন সালামী বা ভিন্নরূপ কোন মূল্য প্রদেয় হইবে না।

(৩) লীজ দলিলের স্ট্যাম্প, ট্যাক্স এবং রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল খরচ বরাদ্দ প্রাপক বহন করিবেন।

(৪) লীজ দলিল সম্পাদনের পর রাউক যথাশীঘ্র লীজ গ্রহীতাকে পুটের দখল লিখিতভাবে হস্তান্তর করিবে।

১৫। পুট ইমারত নির্মাণ।—(১) লীজ গ্রহীতা পুটের দখল গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাউক অনুমোদিত নকশা অনুসারে অন্ততঃ একতলা একটি বাড়ী নির্মাণ করিবেন; অন্যথায় লীজ বাতিল হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে কোন লীজ বাতিল হইলে রাউক বিনা নোটিশে সংশ্লিষ্ট পুটের দখল গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে গ্রহীতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে, তবে পুটের মূল্য বাবদ তাহার পরিশোধিত বাকী টাকা তিনি রাউকের নিকট হইতে ফেরত লইতে পারিবেন।

১৬। বরাদ্দ কার্যক্রমে সরকারী নিয়ন্ত্রণ।—এই প্রবিধানমালার অধীনে রাউকের পুট বরাদ্দ কার্যক্রমে কোন অনিয়ম বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে সরকার উক্ত অনিয়ম বা ত্রুটি দূরীকরণের জন্য কমিটি বা রাউককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং কমিটি ও রাউক উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে, অন্যথায় সরকার বরাদ্দ কার্যক্রম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

তাং

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

তপন চন্দ্র মজুমদার

চেয়ারম্যান

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।